

নির্দেশী প্রকৌশলীর কার্যালয় গণপূর্ত টি/এস এম আই এস বিভাগ-২, ঢাকা।			
স্মারক নং- ২১৬	তারিখঃ- ২২/৪/২৪	সংক্রান্ত নং- ৪	
সংক্রান্ত	উঃ বিঃ প্রঃ	নিঃ প্রঃ	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর
হিসাব শাখা-১
পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.pwd.gov.bd



জরুরি
সীমিত

স্মারক নম্বর: ২৫.৩৬.০০০০.২৩১.২০.০৪৯.১৬.২৩৬

তারিখ: ২৬ চৈত্র ১৪৩০

০৯ এপ্রিল ২০২৪

বিষয়: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণব্যুরোর আওতাধীন ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণ কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের স্মারক নং/৩২৩(৯) তারিখঃ-২৮/০৩/২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বর্ণিত প্রকল্পের কাজে চলতি ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সালে খরচ করার জন্য ১ম-৪র্থ কিস্তিতে অবমুক্তকৃত অর্থ হতে মোট=৬৪৫.৮৮ লক্ষ (ছয় কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা মাত্র নিম্নোক্ত বিভাজন মোতাবেক বরাদ্দ করা হলোঃ

ক্রমিক	টিটিসির নাম	অঙ্গের নাম	টাকার পরিমাণ	গণপূর্ত বিভাগের নাম	গণপূর্ত সার্কেলের নাম
০১	কামারখন্দ টিটিসি, সিরাজগঞ্জ	৪১১১২০১-পূর্ত ও নির্মাণ	০.৯৩ লক্ষ	সিরাজগঞ্জ	পাবনা
০২	হবিগঞ্জ সদর টিটিসি, হবিগঞ্জ	৪১১১২০১-পূর্ত ও নির্মাণ	৬৪৪.৯৫ লক্ষ	হবিগঞ্জ	সিলেট
--	--	মোট=	৬৪৫.৮৮ লক্ষ	--	--

উক্ত খরচ প্রকল্প পরিচালকের সূত্রস্থ স্মারক পত্রের মাধ্যমে মঞ্জুরিকৃত মোট=৬৪৫.৮৮ লক্ষ টাকা হিসাবের কোড নং-১৪০-১৪০০২-১৪০০২০১-২২৪০৬০১০০-৪১১১২০১ খাতে ২০২৩-২০২৪ আর্থিক সালের বাজেট বরাদ্দ হতে ব্যয়/সংকুলান করতে হবে।

উক্ত অর্থ সকল প্রকার আর্থিক বিধি বিধান, নিয়মাচার ও আনুষ্ঠানিকতা পালন পূর্বক ব্যয় করতে হবে। উক্ত ব্যয় খরচ করার পূর্বে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবেঃ

০১। বরাদ্দকৃত অর্থ পৃষ্ঠাংকন পত্র প্রাপ্তির পর ব্যয় করতে হবে।

০২। প্রত্যাশি সংস্থার সহিত যোগাযোগ পূর্বক অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করতে হবে।

০৩। কাজ সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে প্রত্যাশি সংস্থার নিকট হতে প্রত্যয়ন পত্র প্রাপ্তির পর চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করতে হবে।

০৪। বরাদ্দকৃত অর্থ চলতি আর্থিক সালের মধ্যে ব্যয় করতে হবে এবং খরচের হিসাব বিবরণী এ দপ্তরে/ প্রত্যাশি সংস্থার নিকট দাখিল করতে হবে।

০৫। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম উদ্ঘাটিত হলে বিল পরিশোধকারী দায়ী থাকবে।

৯-৪-২০২৪